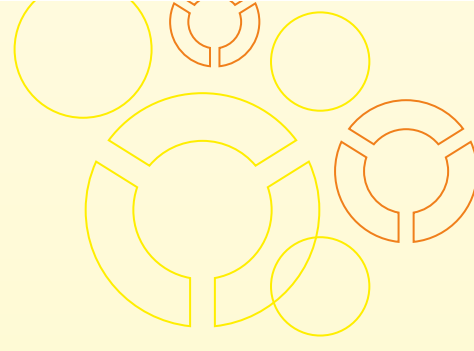
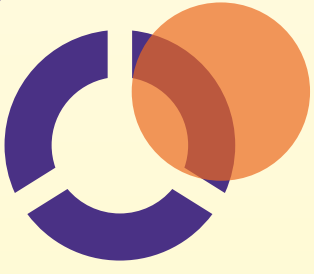




SAYANI KAHALI

CEO & Founder, Unitech Communications

রূপকথার উত্থান !

তিন হাজার টাকার বেতন থেকে ইউনিটেক কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা সায়নী কাহালি

মাত্র তিন হাজার টাকা বেতন থেকে ইউনিটেক কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা সায়নী কাহালির রূপকথার অভিযান। ওই কম বেতনে কাজ শুরু করে এই মুহূর্তে তিনি একটি নামী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। যাঁর কাছে জীবনের মানে খুব সরল, “আগে নিজেকে লড়াইয়ের ময়দানে নামার জন্য তৈরি করো, দেখবে জীবনে সাফল্য তোমার কাছে ধরা দিতে বাধ্য।”

লেকটাউন গার্লস গভর্নমেন্ট স্কুলের মেধাবী ছাত্রী ছিলেন তিনি। পরে উত্তর দমদম বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকেও ভাল নম্বর পেয়ে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। সায়নীর জীবনের মোড়টা ঘুরে গেল জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ২০০৪ সালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই। তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ইলেক্ট্রনিক্স ও টেলি কমিউনিকেশন বিভাগে। সেই সিদ্ধান্ত তাঁর জীবন বদলে দিয়েছিল। সায়নী জেদি, একরোখা, তাই কম টাকা বেতনে চাকরি পেয়েও তখন বড় ঝুঁকি নিতে পেরেছিলেন। নোকিয়াতে তিন হাজার টাকা বেতনে কাজ করতেও দ্বিধা করেননি। তারপর অ্যাকর্ড কোম্পানিতে আদিত্য কুমার মেহতা ও পি কে মেহতার ছত্রছায়ায় থেকে প্রযুক্তি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছেন, যা সায়নীকে আলো দেখিয়েছিল।

বিরিটির বাসিন্দা এই মুহূর্তে অ্যাকর্ড এর চ্যানেল পার্টনার ইউনিটেক কমিউনিকেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও। তিনি জানান, “আমাকে ব্যবসায়িক ও প্রযুক্তিগত জীবনে দিশা দেখায় জর্জ টেলিগ্রাফ। ওই সংস্থা আমাকে পথ দেখিয়েছিল, তারপর নিজের হাল ছেড়ে না দেওয়া মনোভাব আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।”

সায়নী কাহালি সিসিটিভি ক্যামেরার একজন নামী বিশেষজ্ঞ। নয়া প্রজন্মের কাছে তাঁর মূল মন্ত্র, “শুধু শিখলেই হবে না, বাজার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। পাশাপাশি স্পট অ্যানালাইজেশন করতে হবে নিখুঁতভাবে। সবটা চামচ করে কেউ মুখে তুলে দেবে না। নিজেকে কাজ করতে হবে পরিস্থিতি বুঝে।” সায়নী নিজে এখানেই থামতে চান না। তাঁর চোখ সাফল্যের এভারেস্টে।

